তারিখ ২৬ OCT 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

কালের কণ্ঠ

ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ

প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া ৩২ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে বিশেষ করে দেরিতে স্কুলে প্রবেশকারী শিশু ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়া একটি মারাত্মক সমস্যা। ১৩৯টি দেশের মধ্যে ৫৪টি দেশের শিশুরা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েও প্রাথমিক পর্যায়ের শেষ শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আর ৩২টি দেশে অন্তত ২০ শতাংশের বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে। বাংলাদেশেও ২০১৩ সালের তথ্য আনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ৭৮.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ ২১.৪ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না। যদিও ২০০৫ সালে এই শিক্ষা সম্পন্নের হার ছিল ৫২.৮ শতাংশ। গতকাল রবিবার বাংলাদেশে 'এডুকেশন ফর অল (ইএফএ)' গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। 'সবার জন্য শিক্ষা' জাতীয় পর্যালোচনা বাংলাদেশ ২০১৫ অংশে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। রাজধানীর ব্যানবেইস ভবনে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের যৌথ আয়োজনে এই

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

প্রাথমিক শিক্ষায়

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ছয়টি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা, শিক্ষায় জেন্ডার সমতা ও মানসম্মত শিক্ষা। এই লক্ষ্যের ওপরই প্রতিবেদনে কর্মপরিকল্পনা, নীতি, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে মানদণ্ড অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ঠিক করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় আগের সরকারি বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। ডাবল শিফট স্কুলের অনুপাত ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনার জন্য কমপক্ষে ৫০ শতাংশ শিক্ষক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানোর মান নিশ্চিত করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। এই পর্যায়ে পড়ানোর জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরও শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মৌলিক সাক্ষরতা ও গণিতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। শিক্ষক নির্দেশিকার অপ্রতুল সরবরাহের কারণে মানোন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকদের হার ৫৮.২ শতাংশ হলেও স্বাধীনভাবে পরিচালিত এবতেদায়ি মাদ্রাসায় জেন্ডার সমতা ও সমদর্শিতা নিশ্চিত হয়নি।'

প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে বলা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ধরনের বৈষম্য ও অসমদর্শিতা দূর করতে একীভূত শিক্ষা ও জেন্ডার কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দ্বিতীয় সুযোগ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত ও নিবিড় প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা, ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক সমন্বয় ও যোগাযোগ প্রয়োজন। মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষাক্রমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সমন্বয় করে মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা শক্তিশালী করতে হবে। যারা ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রকল্প পিইডিপি-৩-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'বর্তমান পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনা দরকার, যাতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সমতাভিত্তিক ও একীভূত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন সহযোগী ও দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতাও বৃদ্ধি করতে হবে।'

বাংলাদেশের সাফল্যচিত্রের অংশে বলা হয়েছে, ১৯৯০-এর পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি ও অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সমতা অর্জন গত দুই দশকের আরো একটি সাফল্য। ২০১০ সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দক্ষতার গুরুত্ব স্বীকার করে কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ২০১১ সালে দক্ষতা নীতি প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০১৩ সালে শিক্ষায় তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে (২০১২-২০২১) মাস্টার প্লান অনুমোদন করা হয়।'

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'আমাদের কতজন শিশু আউট অফ স্কুল-এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন অভিভাবকরা। এখন প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। আসলে পরিবেশটা সৃষ্টি হয়েছে এটাই বড় অর্জন। এই প্রতিবেদন থেকে আমাদের নতুন করণীয় কী তা সামনে উঠে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের নতুন যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা আসলে সমস্যা নয় উন্নয়নের বেদনা। তা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। আমাদের এখন দরকার গুণগত শিক্ষা ও দক্ষ শিক্ষক। তবেই মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত হবে। তবে এর কোনো শেষ নেই। মান বৃদ্ধি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে।'

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ফাইজুল কবির। শিক্ষাসচিব মো. নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব মেছবাহ উল আলম, ইউনেস্কো হেড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ বিয়েট্রিস, বিএনসিইউ সচিব মো. মনজুর হোসেন, শিক্ষাবিদ তালাত মাহমুদ প্রমুখ।